দৈনিক
ইনকিলাব

07 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন

—জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গতকাল (বুধবার) বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের এক সভা জমিয়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। জমিয়াত সভাপতি আলহাজ্ব এ, এম, এম, বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে এবং মহাসচিব অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। জমিয়াত মনে করে, একশ্রেণীর মাদ্রাসাবিদ্বেষী আমলা সুকৌশলে বর্তমান সরকারকে ইসলাম ও মাদ্রাসাবিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করে এদেশের লাখ লাখ পীর-মাশায়েখ, আলেম-ওলামা ও শিক্ষকদের মুখোমুখি দাঁড় করানোর হীন চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। সরকারকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে খতিয়ে দেখা উচিত। মাদ্রাসা শিক্ষা বর্তমানে নানামুখী সংকটে জর্জরিত। তাই জমিয়াতের দাবী হলো : ১) শতাব্দীকালের পৃঃ ১১ঃ কঃ ৬

মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্দোলনের ফসল হিসেবে মাদ্রাসার ফাযিল, কামিলের মান ঘোষণা এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভিসি, রেজিস্ট্রার, ডীন, একাডেমিক কমিটি, সিলেবাস কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সার্বিক সহযোগিতায় নতুন উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম ও সিলেবাসে ফাযিল ও কামিল স্তরে চালু হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ দেড় বছরেও মাদ্রাসায় ফাযিল ও কামিল স্তরের বেতন স্কেল নির্ধারিত না হওয়ায় এ স্তরের এমপিও দেয়া বন্ধ রয়েছে। ফলে শিক্ষক সংকটে ক্লাশ পরিচালনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফাযিল ও কামিল স্তরের প্রথম পর্বের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা না হওয়ায় সেশনজটের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমিয়াতের পক্ষ থেকে বারবার স্মারকলিপি প্রদান, সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা সবই যেন গুরুত্বহীন নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে এ সংকট নিরসন করা না হলে সংকট আরো তীব্র আকার ধারণ করবে। ২) স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহের বেতন স্কেল প্রদান না করায় এবং দীর্ঘদিন ফাযিল ও কামিলের মান না দেয়ায় মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ফাযিল ও কামিলের মান দেয়ায় ইবতেদায়ী ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহের বেতন স্কেল প্রদান না হওয়া পর্যন্ত দাখিল, আলিম ও ফাযিলে পাসের সংখ্যা ৯৫ সালের অনুরূপ রাখা বাঞ্ছনীয়। পাসের সংখ্যার অজুহাতে যে সকল মাদ্রাসার একাডেমিক স্বীকৃতি ও পাঠদানের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে অনতিবিলম্বে এ সকল প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরি, একাডেমিক স্বীকৃতি পুনর্বহাল করার জোর দাবী জানাচ্ছে। ৩) সংযুক্ত ইবতেদায়ী শাখার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিবন্ধন পাসের শর্ত রহিত করে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগ ও এমপিওভুক্তির ব্যবস্থা করার দাবী জানাচ্ছে। ৪) ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি সরকারের রাজস্ব খাত থেকে দেয়ার ব্যবস্থা করার জোর দাবী জানাচ্ছে।

সভায় আরো বলা হয়, মাদ্রাসা শিক্ষায় এমন কিছু সমস্যা আছে যা সমাধান করতে সরকারের একটি টাকাও ব্যয় হবে না। শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণই যথেষ্ট, কাজেই জরুরী ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমে এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

সভায় বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আলহাজ্ব মোঃ ইউসুফ, কবি রুহুল আমীন খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন, নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুছ (ঢাকা), অধ্যক্ষ আঃ রহমান বেপারী (গাজীপুর), অধ্যক্ষ আ ম ম শামসুল আলম চৌধুরী (চট্টগ্রাম), অধ্যক্ষ মাওঃ আলী হোসেন (কুমিল্লা), অধ্যক্ষ মাওঃ খলিলুর রহমান (বগুড়া), অধ্যক্ষ মাওঃ খলিলুর রহমান (ঝালকাঠি), উপাধ্যক্ষ শরাফত আলী (ফিরোজপুর), অধ্যক্ষ আতাউর রহমান (সিলেট), অধ্যক্ষ মাওঃ শামছুর রহমান (রাজবাড়ী), অধ্যক্ষ মাওঃ শামসুল হুদা (ময়মনসিংহ), অধ্যক্ষ মাওঃ আঃ জলিল (নরসিংদী), ড. মাওঃ এ কে এম মাহবুবুর রহমান (ঢাকা), অধ্যক্ষ মাওঃ আঃ মতিন কুদরতী (বাগেরহাট), অধ্যক্ষ হাফেজ মোঃ আবু ইউসুফ খান (জামালপুর), মাওঃ শামসুল ইসলাম (মৌলভীবাজার), অধ্যক্ষ মাওঃ মোঃ ছালেহ (খুলনা), মাওঃ ওসমান গনি (সিরাজগঞ্জ), মাওঃ আঃ রহমান (কুষ্টিয়া), মাওঃ আঃ আজীজ (রংপুর), মাওঃ নুরুল ইসলাম (যশোর), মাওঃ মোজাম্মেল হক (কুড়িগ্রাম), মাওঃ নজরুল ইসলাম আল মারুফ (গাজীপুর), অধ্যক্ষ মাওঃ শাখাওয়াত হোসেন (চট্টগ্রাম), মাওঃ রুহুল আমীন (ভোলা), মাওঃ আঃ রাজ্জাক (দিনাজপুর), মাওঃ হাবীবুজ্জামান (রংপুর), অধ্যক্ষ মাওঃ শাহ ওলীউল্লাহ (কুমিল্লা), অধ্যক্ষ মাওঃ মোস্তাফিজুর রহমান (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), মাওঃ মনিরুল ইসলাম (রামগঞ্জ, লক্ষীপুর), অধ্যক্ষ মাওঃ আবু তাহের (সিরাজগঞ্জ), অধ্যক্ষ মাওঃ আবু রায়হান (বরিশাল), অধ্যক্ষ মাওঃ আঃ রহমান (পঞ্চগড়), অধ্যক্ষ মাওঃ মঞ্জুর কাদের (কুষ্টিয়া)সহ জমিয়াত নেতৃবৃন্দ।